# সঞ্চিতা

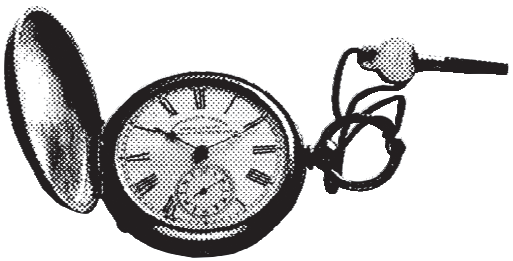

কাজী নজরুল ইসলামের ব্যবহৃত পকেট ঘড়ি

# সঞ্চিতা

# নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম

**সঞ্চিতা**
কাজী নজরুল ইসলাম

**প্রকাশকাল**
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : মে ২০২৪

**প্রকাশক**
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

**স্বত্ব**
লেখক

**প্রচ্ছদ**
সব্যসাচী হাজরা

**বর্ণবিন্যাস**
মোবারক হোসেন

**মুদ্রণ**
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

**ভারতে পরিবেশক**
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

**মূল্য : ৪০০ টাকা**

Sanchhita (Collection of Poems) by Kazi Nazrul Islam Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-E-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: May 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka RS: 400 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

**ISBN:** 978-984-98111-6-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

বিশ্বকবিসম্রাট্

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম
(জন্ম ১৮৮৯-মৃত্যু ১৯৭৬)

# সূ চি প ত্র


| কবিতার নাম | বই | পৃষ্ঠাঙ্ক |
|---|---|---|
| বিদ্রোহী | অগ্নি-বীণা | ১১ |
| আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে | দোলন-চাঁপা | ১৬ |
| পূজারিণী | ,, | ১৮ |
| পথহারা | ,, | ৩২ |
| অবেলার ডাক | ,, | ৩৩ |
| অভিশাপ | ,, | ৩৭ |
| পিছু-ডাক | ,, | ৪১ |
| কবি-রাণী | ,, | ৪২ |
| পউষ | ,, | ৪৩ |
| বিজয়িনী | ছায়ানট | ৪৪ |
| কমল-কাঁটা | ,, | ৪৫ |
| চৈতী হাওয়া | ,, | ৪৬ |
| শায়ক-বেঁধা পাখী | ,, | ৪৯ |
| পলাতকা | ,, | ৫১ |
| চিরশিশু | ,, | ৫২ |
| বিদায়-বেলায় | ,, | ৫৩ |
| দূরের-বন্ধু | ,, | ৫৪ |
| সন্ধ্যাতারা | ,, | ৫৫ |
| ব্যথা-নিশীথ | ,, | ৫৬ |
| আশা | ,, | ৫৭ |
| আপন পিয়াসী | ,, | ৫৮ |
| অ-কেজোর গান | ,, | ৫৯ |
| কাণ্ডারী হুঁশিয়ার | সর্বহারা | ৬০ |
| ছাত্রদলের গান | ,, | ৬১ |

| | | |
|---|---|---|
| মা-র শ্রীচরণারবিন্দে | ,, | ৬৩ |
| সর্বহারা | ,, | ৬৫ |
| সাম্যবাদী | ,, | ৬৭ |
| ফরিয়াদ | ,, | ৭৯ |
| আমার কৈফিয়ৎ | ,, | ৮২ |
| গোকুল নাগ | ,, | ৮৫ |
| সব্যসাচী | ফণি-মনসা | ৯০ |
| দ্বীপান্তরের বন্দিনী | ,, | ৯২ |
| সত্য-কবি | ,, | ৯৪ |
| সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ-গীতি | ,, | ৯৮ |
| অন্তর-ন্যাশনাল-সঙ্গীত | ,, | ৯৯ |
| পথের দিশা | ,, | ১০০ |
| হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ | ,, | ১০২ |
| সিন্ধু | সিন্ধু-হিন্দোল | ১০৪ |
| গোপন প্রিয়া | ,, | ১১৩ |
| অ-নামিকা | ,, | ১১৬ |
| বিদায়-স্মরণে | ,, | ১২০ |
| দারিদ্র্য | ,, | ১২১ |
| ফাল্গুনী | ,, | ১২৪ |
| বধূ-বরণ | ,, | ১২৬ |
| রাখীবন্ধন | ,, | ১২৮ |
| চাঁদনী-রাতে | ,, | ১২৯ |
| সান্ত্বনা | চিত্তনামা | ১৩০ |
| ইন্দ্র-পতন | ,, | ১৩২ |
| রাজ-ভিখারী | ,, | ১৩৮ |
| ঝিঙে ফুল | ঝিঙে ফুল | ১৩৯ |
| খুকী ও কাঠ্‌বেরালি | ,, | ১৪০ |
| খাঁদু-দাদু | ,, | ১৪১ |
| প্রভাতী | ,, | ১৪২ |
| লিচু-চোর | ,, | ১৪৪ |
| গান | বুল্‌বুল্‌ | ১৪৬ |
| অঘ্রাণের সওগাত | জিঞ্জীর | ১৫১ |
| মিসেস্‌ এম্‌ রহমান | ,, | ১৫৩ |
| ঈদ মোবারক | ,, | ১৫৭ |
| আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয় | ,, | ১৫৯ |

| | | |
|---|---|---|
| নওরোজ | ,, | ১৬১ |
| অগ্র-পথিক | ,, | ১৬৪ |
| চিরঞ্জীব জগ্‌লুল | ,, | ১৭০ |
| ভীরু | ,, | ১৭৫ |
| এ মোর অহঙ্কার | ,, | ১৭৮ |
| বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি | চক্রবাক | ১৮১ |
| পথচারী | ,, | ১৮৪ |
| গানের-আড়াল | ,, | ১৮৬ |
| বর্ষা-বিদায় | ,, | ১৮৭ |
| আমি গাহি তারি গান | সন্ধ্যা | ১৮৮ |
| জীবন-বন্দনা | ,, | ১৯০ |
| চল্ চল্ চল্ | ,, | ১৯১ |
| যৌবন-জল-তরঙ্গ | ,, | ১৯৩ |
| অন্ধ স্বদেশ-দেবতা | ,, | ১৯৫ |
| গান | চোখের চাতক | ১৯৭ |
| প্যাক্ট্ | চন্দ্রবিন্দু | ২০১ |
| শ্রীচরণ ভরসা | ,, | ২০৩ |
| ‘দে গরুর গা ধুইয়ে’ | ,, | ২০৫ |
| ওমর খৈয়াম গীতি | নজরুল গীতিকা | ২০৭ |

# বিদ্রোহী

বল বীর—
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর—
বল 'মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির!

আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা- প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর!
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
আমি মানিনা কো কোন আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম
ভাসমান মাইন্!
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর!
বল বীর—
চির উন্নত মম শির!

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি!
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ!
আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,

আমি চল-চঞ্চল, ঠমকি' ছমকি'
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'
ফিং দিয়া দিই তিন দোল!
আমি চপলা-চপল হিন্দোল!

আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা',
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!
আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর।
আমি শাসন-ত্রাসন, সংহার, আমি উষ্ণ চির-অধীর।
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির!

আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম্ হ্যায় হর্দম্ ভরপুর-মদ!
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক, জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি!
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান!
আমি ইন্দ্রাণী-সুত, হাতে চাঁদ, ভালে সূর্য
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তূর্য।
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির!
আমি ব্যোমকেশ, ধরি' বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।
বল বীর—
চির উন্নত মম শির!

আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক!
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস্,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ্।
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব নাদ প্রচণ্ড।
আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা-বিশ্বামিত্র-শিষ্য,

আমি দাবানল দাহ, দাহন করিব বিশ্ব!
আমি প্রাণ খোলা হাসি উল্লাস,—আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস,
আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস!
আমি কভু প্রশান্ত,—কভু অশান্ত, দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্প-হারী!
আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল-জল-ছল-ছল, চল-ঊর্মির হিন্দোল্-দোল্!—

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম-উদ্দাম, আমি ধন্যি!—
আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর!
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয়-লাঞ্ছিত
বুকে গতি ফের!
আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিত- চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর!
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-করে দেখা-অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তা'র কাঁকন চুড়ির কন্-কন্!
আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর!
আমি উত্তর-বায়ু, মলয়-অনিল, উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া!
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি,
আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি!
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি এ কি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!
আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন।
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া স্বর্গ-মর্ত্য করতলে,
তাজি বোর্‌রাক্ আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মৎ-হ্রেষা হেঁকে চলে!

---

তাজি—ঘোড়া। বোর্‌রাক্—স্বর্গের পক্ষীরাজ।

আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল!
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা, সঞ্চারি ভূমি-কম্প!
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি',—
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি'!
আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল!

আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,
মহা- সিন্ধু উতলা ঘুম্-ঘুম্
ঘুম্ চুমু দিয়ে করি নিখিল বিশ্বে নিঝ্‌ঝুম্
মম বাঁশরীর তানে পাশরি'!
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী!
আমি রুষে উঠে' যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!
আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া!

আমি শ্রাবণ-প্লাবন বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা—
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণী!
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নমের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!
আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়!
আমি মানব দানব দেবতার ভয়, বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,
জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ পাতাল-মর্ত্য।
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে
সব বাঁধ!!—

---

হাবিয়া দোজখ—সপ্তম নরক, এই নরকই ভীষণতম।

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির
মহানন্দে।

মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত!

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান্ বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন,
আমি স্রষ্টা-সূদন শোক-তাপ হানা খেয়ালী বিধির
বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান্ বুকে, এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!

আমি চির-বিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!

কলিকাতা—মাঘ, ১৩২৮ [ অগ্নিবীণা ]

# আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে—
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগ্‌বগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগ্‌ল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে!
আস্‌ল হাসি, আস্‌ল কাঁদন,
মুক্তি এলো, আসল্ বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুঃখের-সুখ আসে!
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে—
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আস্‌ল উদাস, শ্বস্‌ল হুতাশ,
সৃষ্টি-ছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,
ফুল্‌লো সাগর দুল্‌লো আকাশ ছুট্‌লো বাতাস,
গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিনাক পাণির শূল আসে!
ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে,
আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ হাস্‌ল আগুন, শ্বস্‌ল ফাগুন,
মদন মারে খুন-মাখা তূণ
পলাশ অশোক শিমুল ঘায়েল
ফাগ লাগে ঐ দিক্-বাসে
গো দিগ্‌বালিকার পীতবাসে;
আজ রঙ্গন এলো রক্ত প্রাণের অঙ্গনে মোর চারপাশে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ কপোট কোপের তূণ ধরি
ঐ আস্‌ল যত সুন্দরী,
কারুর গায়ে বুক-ডলা খুন, কেউ বা আগুন,